স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর স্মারকলিপি প্রদান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১ হাজার ৭৭২টি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শাখার ‘সভাপতি ইনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক রূপালী খাতুন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনে এসব বিদ্যালয়ের অবদান অপরিহার্য।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়স গুলোকে সরকারিভাবে স্বীকৃতির আওতায় আনার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ ও ২০১৯ সালে বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হয়।

সেই প্রক্রিয়ায় মোট ২ হাজার ৭৪১টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে, যার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৭৭২টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

তবে স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয় যে, ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত এসব বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে এবং অনেক

ক্ষেত্রে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

স্মারকলিপিতে অবিলম্বে এসব বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির কার্যকর নির্দেশনা জারি করার জন্য জোর দাবি জানানো হয়। বলা হয়, “রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত হলে শিক্ষকরা না খেয়ে থাকবেন না এবং প্রতিবন্ধী শিশুরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে না।”

ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনীতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর ম্মারকলিপি প্রদান করেছে গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা অবস্থান নেন। এবং বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় ইটভাটার বিপুল পরিমাণ শ্রমিকরাও অংশ নেন।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, গাংনীর সাবেক এমপি ইটভাটা মালিক আমজাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক জুলফিকার আলী ভূট্টো, বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক আওয়াল বিশ্বাস, ইটভাটা শ্রমিক আলফাজ উদ্দিন প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গাংনী উপজেলায় ৫৫টি ইটভাটায় রয়েছে। এই ইটভাটা গুলোতে হাজার-হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব ইটভাটাগুলো প্রায় ৩৫-৪০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সালের পরিবেশ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ ইটভাটাকে ছাড়পত্র প্রদান না করায় এবছর এসব ভাটাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। অথচ এই ভাটাগুলোর কাস্টমস ভ্যাট, আয়কর, বাণিজ্যিক হারে জমির খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বাবদ প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম রাজস্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইটভাটা পরিচালনার অন্যান্য খাতের জন্য ব্যাংক ঋণ বা দায়দেনা রয়েছে। শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে বড় অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ইটভাটাগুলো বন্ধ করলে ভাটা মালিকরা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বেন। এছাড়া ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবন রজীবিকা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইটভাটাগুলো চলতি সৌসুম পর্যন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা।

পরে উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ উপদেষ্টার ঘোষণার পর মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের প্রশাসনের অভিযানে বেশ কয়েকটি ভাটাতে জরিমানা আদায় ও ইটভাটাগুলো বন্ধের আদেশ দেন।

মেহেরপুর জেলায় ১০৮ টি ইটভাটা রয়েছে। কোনো ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। সবগুলোই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটায় প্রশাসনের অভিযানের প্রতিবাদ এবং এসব ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ইটভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মালিক সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইটভাটাগুলো এলাকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রশাসনের অভিযানের ফলে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা বহু শ্রমিকের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এম এ নঈম, সাধারণ সম্পাদক মিলন খান, রাশেদুল ইসলাম ইরানী, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

মুজিবনগরে শ্রমিকদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

“ভাত চাই না, কাজ চাই” এই স্লোগানে সকল ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইটভাটায় কাজ করা প্রায় ২ হাজার শ্রমিক ও মালিক।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির ব্যানারে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বরাবর শ্রমিকদের দাবি তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হাতে তুলে দেন ইটভাটা মালিক সমিতির নেতারা।

উক্ত স্মারকলিপিতে মোট ৭টি দাবি তুলে ধরা হয়। ১. ২০১৩ সালের ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইনে জিগজ্যাগ ভাটা বৈধ পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও, উক্ত আইনের ৮(৩)(৫) এবং ৮(৩)(খ) উপধারায় “দূরত্ব নির্ধারণের” কারণে দেশের কিছু জিগজ্যাগ ইটভাটার মালিকগণ ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর হাইব্রিড কিল্ন এবং টানেল কিল্নের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ১০০০ মিটারের পরিবর্তে ৪০০ মিটার নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, আমাদের জিগজ্যাগ ভাটার জন্য উক্ত আইনের ৮(৩)(ঙ) ধারায় নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ৪০০ মিটার এবং আইনের ৮(৩)(খ) ধারায় বন থেকে দূরত্ব ৭০০ মিটার নির্ধারণ করে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করার আবেদন জানাচ্ছি। ২. জিগজ্যাগ ইটভাটায় কোনো প্রকার হয়রানি বা মোবাইল কোর্ট করা যাবে না। অন্যথায়, আমরা ভ্যাট-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হবো। ৩.কোনো ইটভাটা বন্ধ করতে হলে সরকারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধ করতে হবে। ৪. মাটি কাটার জন্য ডিসির প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার বিধান বাতিল করতে হবে। ৫. পরিবেশগত ছাড়পত্র, ডিসি লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য কাগজপত্র ইস্যু/নবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়

ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করছি। ৬. ইটভাটাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। ৭. ইটভাটা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তছলিমুল ইসলাম।

তারা বলেন, “আমরা, বাংলাদেশের ইটভাটা মালিকগণ, বিগত ৩৫-৪০ বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ইটভাটা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। দেশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইট সরবরাহ করে আমরা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছি।”

তারা আরও বলেন, “এই শিল্পে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে, যা ৫০ লাখ পরিবারের তথা প্রায় ২ কোটি মানুষের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। ইটভাটা বন্ধ হয়ে গেলে এই শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে। এছাড়াও, প্রতিটি ইটভাটার বিপরীতে প্রায় ১ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ রয়েছে, যা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার সমান। ইটভাটা বন্ধ হলে এই ঋণ অনাদায়ী থেকে যাবে।”

তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, “মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান অত্যন্ত আন্তরিক হলেও, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে জিগজ্যাগ ইটভাটার সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। আমরা আশা করছি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইটভাটা পরিচালনার একটি যৌক্তিক সমাধান হবে।”

ঝিনাইদহে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

বাঁওড়ের ইজারা বাতিল করে জেলেদের স্বার্থে জলমহাল নীতিমালা প্রণয়নসহ ৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের ব্যানারে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের নেতা বাসুদেব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্মল হালদার, সদস্য সচিব সুজন বিপ্লব, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য সচিব নিত্য হালদারসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, সরকারের বিভিন্ন খাতের ভর্তুকির চেয়েও একবারে তলানী পরিমাণ টাকার অংকে ইজারা থেকে রাজস্ব আদায়ের সাথে ১ কোটি জেলে জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান হারিয়ে না খেয়ে মরছে। জলমহাল থেকে উচ্ছেদের শিকার ভূমিপুত্র বাঁওড় মৎস্যজীবীরাও সারাদেশে লক্ষ লক্ষ পরিবর্তন-পরিজন পথে বসেছে। ঝিনাইদহ-যশোরের বৃহত্তম বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, মর্জাত, ফতেপুর, বেড়গোবিন্দপুর বাঁওড়ে ইজারাপ্রথার কুফলে ভূমিহীন, গরিব ও বেকার ৩০ হাজার জেলে জনজীবনের বাঁচার আকুতি রাষ্ট্রকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আগামী একমাসের মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান করা না হলে দেশের সব বাঁওড় পাড়ের জেলে নারীপুরুষ, শিশু ও প্রবীণেরা দলবেঁধে আগামীতে রাজধানী ঢাকায় সরকারের প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা বরাবর ধর্না দিতে বাধ্য হবো বলে বলেন বক্তারা।

পরে তারা বাঁওড়গুলার ইজারা পদ্ধতি পুরোপুরি বাতিল করে বাঁওড়ে জেলেদের ন্যায়সঙ্গত মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়াসহ ৪ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৩ টি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করেন।

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের স্মারকলিপি পেশ

বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের অধিনে পৃথক সচিবালয় গঠন, যুগোপযোগী পদ সৃজন ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতীর সুযোগ রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগবিধি প্রণয়নসহ দুই দফা দাবীতে প্রধান

বিচারপতি ও আইন উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়ে ঝিনাইদহের বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী এসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার পক্ষ থেকে এ স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সকালে জেলা জজের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আইন উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সেসময় সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি ইমাদ উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুমসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় নেতৃবৃন্দ বলেন, বিচার বিভাগ দীর্ঘদিন স্বতন্ত্র হলেও কর্মচারীরা এখনও সংস্থাপন শাখার অধীনে রয়েছে। যে কারণে দ্বৈত শাসনের মধ্যে পরতে হচ্ছে তাদের। নতুন পদও সৃষ্টি হচ্ছে না। সেই সাথে পদোন্নতীতে বিলম্ব হচ্ছে। তাই পৃথক সচিবালয় গঠন, বিদ্যমান ব্লক পদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজন ও জোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে সতন্ত্র নিয়োগবিধি প্রণয়ণের দাবী জানান তারা।

মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান

দুই দফা দাবিতে মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

মেহেরপুর জেলা তাবলীগ জামাতের আমির ডা: আব্দুল বাকীর নেতৃত্ব হাজারো সমর্থকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পথযাত্রা শেষে সমবেত হয়।

স্মারকলিপিতে তাদের দাবি, কোনরূপ যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দাওয়াত ও

তাবলীগের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। বিগত ৭ বছর ধরে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য শুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। অথচ তিনি পূর্বে বিশ্ব ইজতেমার প্রধান বক্তা ছিলেন এবং আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করতেন। তিনি বাধাহীনভাবে সারাবিশ্বে তাবলীগের কাজে সফর করে চলেছেন। তাই এ বছর যাতে তাদের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারেন সেজন্য জোর দাবি জানান তারা।

অপরদিকে বিগত ৭ বছর ধরে মাওলানা জুবায়েরপন্থীগণ তাদের মূলধারার সাথীদের মসজিদে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার করেন। যা ইসলামি শরিয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে দেশের সকল মসজিদে বাধাহীনভাবে তাবলীগের কাজ পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আদেশ জারির জন্যও দাবি করেন মেহেরপুরের মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের নেতা-কর্মীরা।